মেহেরপুরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান

পরম প্রেমময় ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সঞ্জিত পাল বাপ্পির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দীন খান। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমির সোহেল রানা ডলার, জেলা জাসাসের সদস্যসচিব এ বাকাবিল্লাহ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরুদাস হালদার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে এর উদ্বোধন করা হয়। এরপর ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করা হয়। ধর্মীয় আলোচনা ও হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন করা হয়।

গাংনীতে পল্লী চিকিৎসকের বসতবাড়ি থেকে স্বর্ণলঙ্কার ও

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

চৌধুরী বলেন, চুরির খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

মেহেরপুরে জামায়াতের স্থানীয় নির্বাচনী প্রার্থীদের সমাবেশ ও মতবিনিময়

মেহেরপুরে উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র, ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান, পৌর কাউন্সিলর ও ইউপি সদস্য (মেম্বার) ফপ্রার্থীদের নিয়ে সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি ও স্থানীয় নির্বাচন মাস্টার ট্রেইনার (যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল) মনিরুল ইসলাম, যশোর।

সভায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলার তিন উপজেলা, দুই পৌরসভা ও ২০টি ইউনিয়নের বিভিন্ন পদে মনোনীত প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থীদের করণীয়, সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও নির্বাচনী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় প্রার্থীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার পাশাপাশি জনগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে ২ ব্ছরের শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে কনা খাতুন (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান মসজিদ পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। কনা খাতুন ছাতিয়ান মসজিদ পাড়ার কৃষক মামুন মিয়ার মেয়ে।

কনা’র দাদা জানান, কনা বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে ভ্যানে বসে খেলা করছিল। এমন সময় আমরা বাড়িতে চলে আসলেও কনা সেখানেই খেলা করছিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা কনা খোঁজ করতে শুরু করি। বেশ কিছু সময় তাকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে পরে পুকুরে মরদেহ ভাসতে দেখি। পরে সেখান থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক ক্লিনিকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তে ১২ লাখ টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুরের শেওড়াতলা মাঠ নামক এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল সিরাপ এবং ৪,০০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কাজিপুরের শেওড়াতলা মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল উদ্ধার করা হয়।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তির সূত্রে জানা গেছে কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ শেওড়াতলা মাঠ থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল সিরাপ এবং ৪,০০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট

উদ্ধার করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ১২,১৯২০০ টাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অবৈধ পারাপারসহ সকল প্রকার সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আসছে।

সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবির এ ধরনের অভিযান ও কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার

গাংনীতে ‘হলুদ সাংবাদিকতার’ বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুই কলেজ শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন উপজেলা কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। এ সময় উপজেলা পরিষদ চত্বরে সমাবেশ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন শিক্ষক নেতারা।

সমাবেশে শিক্ষক নেতারা বলেন, বিভিন্ন সময় কাজিপুর কলেজে গিয়ে শিক্ষকদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবি করে না পেয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে ভিডিও ধারণ করা নাগরিক টিভির মেহেরপুর প্রতিনিধি রাব্বী আহাম্মেদ ও দৈনিক খবরের কাগজের মেহেরপুর প্রতিনিধি এসএম তারেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বক্তারা বলেন, শিক্ষকরা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার কারিগর। অথচ রাব্বী আহাম্মেদ ও এসএম তারেক আদালত প্রাঙ্গণে গিয়ে মাস্তানি কায়দায় দুই শিক্ষককে টেনে-হিঁচড়ে

গ্রেপ্তার এবং হাতকড়া পরানোর ঘটনায় শিক্ষক সমাজ অপমানিত হয়েছে। তারা বলেন, আইন সবার জন্য সমান হলেও কোনো নাগরিককে অমানবিক বা অসম্মানজনকভাবে গ্রেপ্তার করার ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২৮ আগস্ট। গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এ/বি.এস.এস পরীক্ষা চলছিল। শিক্ষক সমিতির দেওয়া স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়েছে, এ সময় দুই সাংবাদিক ছাত্র পরিচয়ে মুখে মাস্ক পরে ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করেন। তারা পরীক্ষার কক্ষে ভিডিও ধারণ করেন বলেও অভিযোগ করেন শিক্ষকরা।

এ সময় কলেজের দুই শিক্ষক—সহকারী অধ্যাপক (পদার্থবিজ্ঞান) মো. মনিরুজ্জামান বিপ্লব এবং সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি) মো. রফিকুজ্জামানের সঙ্গে ওই সাংবাদিকদের বাকবিতণ্ডা হয় বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের দাবি, তারা কোনোভাবেই পরীক্ষায় নকলের পক্ষে নন। পরীক্ষাকেন্দ্রে নকলের কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে তারও তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তবে সাংবাদিকদের কাছে এ ধরনের তথ্য থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে বিধি মেনে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করা উচিত ছিল বলে তারা মনে করেন। অনুমতি ছাড়া পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশ ও ভিডিও ধারণের মাধ্যমে পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তাদের।

শিক্ষকরা বলেন, পরীক্ষা কক্ষের যেমন ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনি মারধরেরও ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। রাব্বী আহাম্মেদ ও এসএম তারেককে সেখানে মারধর বা মোবাইল কেড়ে নেওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। কোনো কিছু কেড়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটলে তারা পরীক্ষার ভিডিও ফেসবুক বা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশ করলেন কীভাবে?

এ ঘটনার পর গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। স্মারকলিপিতে মামলাটির নম্বর ৪৬ এবং তারিখ ২৮ আগস্ট ২০২৬ উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩৭৯ ও ১১৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের ওই দুই শিক্ষকসহ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আসামি করা হয়েছে বলে শিক্ষক সমিতি জানিয়েছে।

মামলার পর অভিযুক্ত দুই শিক্ষক মেহেরপুর জেলা আদালতে জামিনের

জন্য হাজির হন। শিক্ষক নেতাদের অভিযোগ, আদালত প্রাঙ্গণ থেকে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে এবং পরে হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যায়। এ ঘটনায় শিক্ষক সমাজের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে বলে সমাবেশে দাবি করা হয়।

শিক্ষক নেতারা বলেন, কোনো শিক্ষক অপরাধ করলে প্রচলিত আইনে তার বিচার হবে। কিন্তু একজন শিক্ষককে আদালত প্রাঙ্গণে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা কোনোভাবেই পেশাগত মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা ঘটনার তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

স্মারকলিপিতে শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের দুই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার, পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণের পরিবেশ নিশ্চিত করা, পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ ও ভিডিও ধারণের অভিযোগ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা—ইউএনও, ট্যাগ অফিসার ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের অনুমতি ছাড়া বহিরাগত সাংবাদিকদের পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ বন্ধে প্রশাসনিক নির্দেশনা জারি এবং শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

দাবি পূরণ না হলে আগামীতে কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে রাজপথে এর জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষক নেতারা।

পুলিশের উদ্দেশ্যে শিক্ষকরা বলেন, এখনো কিছু পুলিশ সদস্য পুরোনো আচরণ থেকে বের হতে পারেনি—এমন অভিযোগ তুলে তাদের ‘মানুষ হওয়ার’ পরামর্শ দিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। একই সঙ্গে শিক্ষক নেতারা বলেছেন, যেসব পুলিশ সদস্য মিথ্যা মামলায় শিক্ষকদের চোর-ডাকাতের মতো গ্রেপ্তার করে হাতকড়া পরান, তারা যেন নিজেদের সন্তানদের কোনো শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করতে না পাঠান। কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত পুলিশের এক এসআইকে শাস্তির আওতায় আনারও দাবি জানিয়েছেন তারা।

শিক্ষক নেতারা বলেন, পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনি অনিয়মের তথ্য

প্রকাশের ক্ষেত্রেও সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল ও বিধিসম্মতভাবে কাজ করা প্রয়োজন। কোনো পক্ষ যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়—এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা দাবি করেন তারা।

সমাবেশ থেকে শিক্ষক নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তাদের দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা না হলে পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। বিশেষ করে মামলা প্রত্যাহার ও শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ না এলে তারা কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেন, কারিগরি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি জামাল হোসেন, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু এবং সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আল হেলাল।

করমদী ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ও শিক্ষক নেতা আবু সাদাদ মো. সায়েম পল্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, জোতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খুরশিদা খানম, জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল করিমসহ বিভিন্ন কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ সবজি ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে ২২০ গ্রাম অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ জিয়ারুল ইসলাম (৪২) নামে এক সবজি ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের বড় বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার জিয়ারুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগানপাড়া ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নয়মুদ্দীনের ছেলে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বড় বাজারে মো. মজিবুরের মুদি দোকানের সামনে জিয়ারুল ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধীন ও ভাড়াকৃত কাঁচামালের দোকানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় দোকানের টেবিলের নিচে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ২২০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয় মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক রাশেল আহমেদ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।

গাংনীতে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হবে।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ মাস্টারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ

সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, বিএনপি নেতা আবু সায়েব পল্টু, সাবেক ইউপি সদস্য শফিকুর রহমান টমা, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মুস্তাক আহমেদ, নুর ইসলাম, রাশেদ আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল শাওন, কাথুলী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ, জাসাসের শরীফ আলভী, সাবেক ইউপি সদস্য লিটন, কাথুলী ইউপি বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিজা, বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক সিরাজুল ইসলামসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বিএনপিকে তৃণমূল পর্যায়ে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার ওপর গুরুত্ব দেন। একই সঙ্গে দলের নেতাকর্মীদের অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, “বিএনপির কমিটি গঠন করে দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। কার কত ভোট রয়েছে, তা সাংগঠনিকভাবে প্রমাণ করতে হবে। তিনি বলেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, তবে নিজে কোনো অন্যায় করা যাবে না। কোনো অন্যায়ের অভিযোগ থাকলে তা জানালে প্রতিকার না হলে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।”

জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বলেন, “বিএনপিকে ভোট না দিলে কি বিএনপি থাকা যায় না, বিএনপির করা যায়? একটি মহল বিএনপিকে ভোট না দিয়েও দলের পদ-পদবি ব্যবহার করে সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছেন।”

আলোচনা সভায় বিএনপির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

শেষে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে নেতাকর্মীরা দলকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

[redacted]

[redacted]

নম্বরটির অবস্থান শনাক্ত করে ডিবির একটি বিশেষ দল। পরে অভিযান চালিয়ে জিহাদ ও আবিরকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের ধারণা, গ্রেপ্তার দুজনের পাশাপাশি এই চক্রে আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে। তাদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মিডিয়া ফোকাল পার্সন ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, ‘সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে তদন্ত শুরু করে জেলা পুলিশ। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় প্রতারণায় ব্যবহৃত সিমের সূত্র ধরে চক্রের সদস্যদের শনাক্ত করা হয়। এ ঘটনায় জিহাদকে আটকের মধ্য দিয়ে অন্য জেলার এক পুলিশ সুপারের নাম ভাঙিয়ে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির অভিযোগে চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পলাতক অপর সদস্যকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে জেলা বিএনপির আয়োজনে আমঝুপি থেকে ইসলামনগর যাওয়ার রাস্তার দুপাশে এ বৃক্ষরোপণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান সাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ. বাকাবিল্লাহসহ জেলা,

উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মী।

এ সময় উপস্থিত নেতাকর্মীরা রাস্তার দুপাশে গাছের চারা রোপণ করেন।